আপনার আমানত আপনারই সেবায়

মৌলানা মুহাম্মদ্ কলীম সিদ্দীকী

আপনার আমানত আপনারই সেবায়

ঃ মূল লেখক ঃ

মৌলানা মুহাম্মদ কলীম সিদ্দিকি

ঃ অনুবাদক ঃ

রাজিয়া সুলতানা, এম.এ., বি.এড (বাংলা) শিক্ষিকা

ঃ পরিবেশনায় ঃ

exploreislam.in

peace . mercy . eternal bliss

ExploreIslam Center - Kolkata

17B Karaya Road, Kolkata 700017

✆ 98 3631 5658 ✉ ExploreIslam101@gmail.com

www.ExploreIslam.in

1st Published : June 2017
This book published for free distribution



ExploreIslam Center - Kolkata
17B Karaya Road, Kolkata 700017
✆ 98 3631 5658 ✉ ExploreIslam101@gmail.com
www.ExploreIslam.in

দুটি শব্দ

যদি আগুনের একটা ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ আপনার সামনে পড়ে থাকে আর একটা অবোধ শিশু সামনে দিয়ে খালি পায়ে যেতে যেতে ছোট্ট পা আগুনের উপর রাখতে যায়, তখন আপনি কি করবেন ?

আপনি তখন দ্রুত ছুটে গিয়ে শিশুটিকে কোলে তুলে নেবেন আর তাকে আগুনের কাছ থেকে দূরে দাঁড় করিয়ে মনে মনে আশ্বস্ত হবেন। ঠিক অনুরূপভাবে যদি কোন মানুষ আগুনে ঝলসে বা পুড়ে যায় তাহলে আপনি অস্থির হয়ে ওঠেন এবং তার প্রতি আপনার সহানুভূতির উদ্রেক হয়। আপনি কি কখনো ভেবেছেন এরকম কেন হয় ? কারণ সমস্ত মানব জাতিই কেবল এক মাতা পিতার সন্তান। সবার হৃদয়েই আছে প্রেম, ভালবাসা, একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি। প্রত্যেকের হৃদয় সুখে-দুঃখে আলোড়িত হয় এবং একজন অন্যজনকে সাহায্য করে আনন্দিত হয়, কিংবা প্রশান্তি লাভ করে। প্রকৃত মানুষ হল সেই, যার মধ্যে আছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সে নিজেকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে এবং মানুষের দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত হয়। যার জীবনের প্রধান অঙ্গ হল দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সেই হল প্রকৃত মানুষ।

মানুষের পার্থিব জীবন অস্থায়ী। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনই হল মানুষের স্থায়ী জীবন। নিজের প্রকৃত মালিকের উপাসনা করে কেবল তাঁকে না মানা হলে স্বর্গ-লাভ তো হয়ই না বরং নরকপ্রাপ্তি হয়। বর্তমানে লক্ষ কোটি মানুষ নরকের পথে স্রোতের মতো ধেয়ে যাচ্ছে এবং নরকের পথ প্রশস্ত করছে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে যে সকল মানুষ মানুষকে ভালবাসে, মানবতায় বিশ্বাস রাখে, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল নরকপথগামী মানুষকে বাঁচিয়ে স্বীয় কর্তব্য পালন করা। আমি আনন্দ অনুভব করছি এই জন্য যে, মানবজাতির প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি যিনি রাখেন এবং তাদেরকে নরকের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য সদা চিন্তিত মৌলানা মুহাম্মদ কলীমসিদ্দিকী স্নেহ-ভালবাসায় মোড়া কিছু ফুল উপস্থাপন করেছেন। যেখানে মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং এর মাধ্যমে তিনি সেই কর্তব্য পালন করেছেন যা একজন প্রকৃত মুসলমান হওয়ার কারণে আমাদের সবার উপর বর্তায়।

সীমিত এই ভূমিকাসহ প্রাণপ্রিয় "আপনার আমানত" সামনে হাজির।

অসী সুলায়মান নাদবী ঃ সম্পাদক উর্দু মাসিক, আরমূগান, ফুলত, মুজাফফর (ইউ.পি.)

আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম করুনাময় ও দয়াবান

ক্ষমা চাই

আমার প্রিয় পাঠক ঃ আমায় ক্ষমা করুন, আমি আমার এবং স্বীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাইছি কারণ শয়তান পাপকে ঘৃণা না করিয়ে পাপীর প্রতি ঘৃণা করতে শিখিয়েছে এবং গোটা সংসারকে যুদ্ধের ময়দানে পরিনত করেছে। এই ভুলের বিচার করতেই আমি কলম ধরেছি যাতে আপনার অধিকার আপনাকে পাইয়ে দিতে পারি এবং নিঃস্বার্থভাবে প্রেম আর মানবতার কথা আপনার সাথে বলতে পারি।

সত্যিকারের প্রভু তিনিই যিনি মনের কথা বুঝতে পারেন। তিনি-ই সাক্ষী যে, আমি নিঃস্বার্থ ভাবে এই কথাগুলো আপনার নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং একজন সত্যিকারের সমব্যথীর দায়িত্ব পালন করতে চাইছি। এই সমস্ত কথা আপনার কাছে পৌঁছে দিতে না পারার দুঃখে কত রাত ঘুমাতে পারিনি। আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করুন দেখবেন, এইসব সত্য।

এক প্রেমবাণী

একথা বলবার মত নয় কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে, আমার বাক্যে যে "প্রেমবাণী" আপনি তা প্রেমের চোখ দিয়ে দেখুন এবং পড়ুন। এই সংসারের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তার কাছে আমি আমার ভাই অথবা বোনেদের প্রেম, ভক্তি পৌঁছে দিতে পেরে নিজে যেমন শান্তি পাচ্ছি তেমনি মানুষ হওয়ার কর্তব্য পালন করতে পেরে আনন্দ পাচ্ছি।

এই সংসারে এসে মানুষের সত্য জানা ও গ্রহণ করা আবশ্যক এবং যা

তার গুরুদায়িত্ব ও কর্তব্য, এই প্রেমবাণীতে আমি আপনাদের তা শোনাতে চাই।

প্রকৃতির সবচেয়ে বড় সত্য

এই সংসার তথা প্রকৃতির সবচেয়ে বড় সত্য হল এই সংসারের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তাই একমাত্র প্রভু। যিনি গুণে, অস্তিত্বে এক। সংসারের প্রতিটি জিনিসের প্রতি তাঁর দৃষ্টি। যে কোন ধর্মের মানুষ অন্তরে বিশ্বাস করে যে, পালনকর্তা এবং সৃষ্টিকর্তা এক। মানবজাতি তার সাধারণ বুদ্ধিতে বিশ্বাস করেন যে, এই জগৎ সংসারের মালিক একজনই। যদি কোন স্কুলে দু'জন অধ্যক্ষ হন, যদি কোন গ্রামে দু'জন প্রধান থাকেন, যদি কোন দেশে দু'জন রাজা থাকেন, তাহলে কোন কিছুই সঠিকভাবে সঞ্চালিত হয় না, তেমনি এই বিশ্ব-সংসারে দু'জন মালিক হলে সংসার কি প্রকারে চলে!

এক দলীল

স্রষ্ঠার বাণী হল কুরআন, "যদি তোমাদের সন্দেহ হয় যে কুরআন প্রভুর সত্যকার বাণী নয় তাহলে তুমি ঠিক অনুরূপ একটা "সুরাহ" প্রবন্ধ বানিয়ে দেখাও এবং এটা করবার জন্য তোমরা স্রষ্ঠার সাহায্য ব্যতীত (সংসারের) সমস্ত সাক্ষীদের তোমাদের সাহায্যের জন্য ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও" (সুরাহ্ আল্ বাক্বারা; ২৩)

কুরআনের অবতরণ থেকে আজ পর্যন্ত ১৪০০ বছরের অধিক সময় ধরে পৃথিবীর বহু মানুষ নতমস্তকে কুরআনকে সম্মান জানিয়ে আসছে, কেউই বলতে সাহস করে নি যে, কুরআন স্রষ্ঠার বাণী নয়।

প্রভু আমাদের বুদ্ধি যোগানোর জন্য বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যা হল এক একটি দলিল- যেমন "যদি পৃথিবী ও আকাশে অনেক মালিক থাকত তবে যেমন খারাপ অবস্থা দেখা যেত তেমনি সংঘর্ষ বেঁধে যেত" (২১:২২)। এটা পরিষ্কার যে একাধিক মালিক থাকলে গন্ডগোল হয়।

একজন বলত 'রাত' আর অন্যজন বলত 'দিন'। একজন বলত ছয় মাসে দিন হোক, আর অন্যজন বলত তিন মাসে দিন হোক। একজন বলত সূর্য আজ পশ্চিমে উঠবে তখন অন্যজন বলত পূর্বে। যদি দেব-দেবীদের এই অধিকার সত্য হত এবং তারা 'আল্লাহর' কার্যে শরিক হত তাহলে দেখা যেত কোন ব্যক্তি পূজা করে বর্ষার দেবতাকে সন্তুষ্ট করে বর্ষা আনলো তখন উপরতলার মালিক স্বীয় ক্ষমতা বলে বর্ষা বন্ধ করলে বর্ষার দেবতা ধর্মঘট করে বসত। এইভাবে যদি দেখা যেত কোনদিন সূর্য উঠল না তখন বোঝা যেত সূর্যদেব ধর্মঘট করেছেন।

সত্য প্রমাণ

একথা সত্য যে সংসারের প্রতিটি বস্তু এবং জাগতিক প্রত্যেকটি কার্য প্রমাণ দিচ্ছে স্রষ্ঠা এক এবং অদ্বিতীয়। প্রভুর যখন যা ইচ্ছা তখনই তিনি তা করতে পারেন। তাঁকে কল্পনা করে যায়, কিন্তু তাঁর মূর্তি গঠন করা যায় না। তিনি পৃথিবীর প্রতিটি জীব ও জড়কে সৃষ্টি করেছেন মানুষের সেবার জন্য। সূর্য, চন্দ্র, হাওয়া, জল সমস্ত কিছু মানুষের জন্য, আর মানুষ হল এ সমস্ত কিছুর "অধিকারী" এবং মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রভুর আজ্ঞা পালন করবার জন্য।

একথা সত্য এবং ন্যায়োচিত যে জন্ম-মৃত্যু; জীবিকা নির্বাহ এবং জীবনে বেঁচে থাকবার জন্য প্রতিটি প্রয়োজনীয় বস্তু দান করেছেন 'আল্লাহ'। অতএব একজন সত্যকারের মানুষের কাজ হল নিজের জীবন এবং

জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রত্যেক কাজ প্রভুর বিধান ও ইচ্ছানুসারে করা। যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় জীবনকে প্রভুর ইচ্ছানুসারে পালন না করে তাহলে তিনি 'ভাল-মানুষ' নন।

'একটা বড় সত্য'

'মহান আল্লাহ্' তাঁর গ্রন্থ 'ক্বুরআন মাজীদ' একটা সত্য কথা আমাদের জানিয়েছেন, "প্রত্যেক মানুষকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, পুনরায় তোমাকে আমার কাছে ফিরে আসিতে হইবে"(সূরা আনক্বাবূত-৫৭) এই আয়াতে দুটো ভাগ আছে। প্রথম ভাগে আছে যে, প্রত্যেক জীবনকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। এটা এমন একটা বাণী যে, প্রতিটি সমাজ, স্থান ও প্রতিটি মানুষ এটি বিশ্বাস করে, এমন কি যে ধর্ম মানে না সেও এই সত্যের কাছে মাথা নত করে; এমনকি পশুও মৃত্যুর সত্যতা অনুভব করে। ইঁদুর যেমন বেড়ালকে দেখে পালায় তেমনি রাস্তার কুকুরও চলন্ত গাড়ি দেখে পালায়। এর কারণ হল এই সকল পশুরাও মৃত্যুকে বিশ্বাস করে।

'মৃত্যুর পর'

এই (আয়াতের) বাক্যের দ্বিতীয় ভাগে পবিত্র ক্বুরআন মাজীদ এক বড় সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সত্য হ'ল যে, 'তুমি মৃত্যুর পর আমার কাছে ফিরে আসবে এবং পৃথিবীতে যেমন কার্য করবে এখানে তেমন ফল পাবে।' মানুষ যদি এই চরম সত্যকে বিশ্বাস করে তাহলে গোটা সংসারের চিত্রটাই বদলে যাবে।

মৃত্যুর পর তুমি পচে গলে যাবে এবং দ্বিতীয় বার তোমাকে সৃষ্টি করা হবে না এমন নয়। এটাও সত্য নয় যে, মৃত্যুর পর তোমার আত্মা কোন মাতৃগর্ভে প্রবেশ করবে। এ সমস্ত ব্যাপারে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যাবে না।

প্রথম কথা হল এই যে, মানুষের এই (আসা-যাওয়ার) পুনর্জীবন ব্যাপারটা 'বেদে'ও উল্লেখ নেই। তবে 'পুরাণে' এর উল্লেখ আছে। এর থেকে জানা যায় যে, মানুষের শুক্রাণু থেকে সন্তানের 'পাপ' লেখা এমনভাবে শুরু হয়েছে যে, শয়তান ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে উঁচু নিচুর ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ধর্মের নামে একশ্রেণীর মানুষ শূদ্রের কাছ থেকে সেবা নিত কিন্তু তাদেরকে ভাবত নীচ, সমাজের দলিত, পতিত। কিন্তু এক সময় সেই সকল নীচুতলার মানুষেরা ধর্মের 'ঠিকাদার' উঁচু শ্রেণীর মানুষদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলল। তারা 'প্রশ্ন' করল 'যখন' আমাদের সৃষ্টিকর্তা 'এক স্রষ্ঠা' যখন স্রষ্ঠা সকল মানুষকে চোখ, কান, নাক সব সমানভাবে দিয়েছেন তখন আপনারা বড় আর আমরা ছোট, নীচু কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা পুনরাগমনের সাহায্য নিলেন। বললেন, 'তোমাদের পূর্বজন্মের কর্মফল তোমাদের নীচু করেছে।'

এই ধারণার বলে প্রমানিত হয় যে, প্রত্যেক মানুষেরই পূর্ণজন্ম আছে এবং কর্মানুসারে তারা এক একবার এক-এক রূপে জন্মায়। এরই মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি কুকর্ম করে সে বনস্পতির গর্ভে প্রবেশ করে এবং যার কর্ম অতি উত্তম সে সৌভাগ্য লাভ করে।

'পুনরাগমনের বিরুদ্ধে তিনটি যুক্তি'

১। বিজ্ঞানীরা সবসময় সত্য প্রমাণ করে তবে সিদ্ধান্তে আসেন, তাই তাঁদের বক্তব্য হল এই যে, পৃথিবীতে প্রথমে জন্মেছে গাছ ও তারপর

জন্তু। মানুষ এসেছে আরো কোটি কোটি বৎসর পরে। তাহলে যখন মানুষ জন্মায়নি, কোন কুকর্ম করেনি তবে তাদের কোন আত্মা বৃক্ষ ও পশুর শরীরে জন্ম নিয়েছে।

২। দ্বিতীয়তঃ এই ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে একথা মানতে হবে যে পৃথিবীতে প্রাণীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে থাকবে। কারণ যে আত্মা মোক্ষ প্রাপ্ত হচ্ছে তার সংখ্যা কমে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের তথ্য আছে যাতে জানা যাচ্ছে যে, এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষ, জীবজন্তু ও গাছপালা অর্থাৎ সমস্ত জীবকুল সংখ্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩। তৃতীয়তঃ এই বিশ্ব সংসারে জন্ম ও মৃত্যুর হারের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখা গেছে। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মৃত্যর তুলনায় শিশু জন্মানোর হার অনেক বেশি। যখন কোটি কোটি মশা-মাছি জন্মায় তখন তারা তাদের পুরানো বাসস্থানের নাম বলে দেয় ? এবং তারা কি বলে যে তারা পুনর্বার জন্মগ্রহন করেছে ?এসবই শয়তানের চালাকি যে, মানুষের ধর্ম নষ্ট করবার চেষ্টা চালায়।

সত্য কথা হল এই যে, মৃত্যুর পর সমস্ত মানুষকে স্বীয় প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং এই সংসারে যে যেমন কর্ম করবে সে তেমনই শাস্তি অথবা পুরস্কার পাবে।

'কর্মফল প্রাপ্তি'

এই সংসারে যে সত্য ও পূণ্যের পথে চলবে সে 'স্বর্গবাসী' হবে। স্বর্গে সমস্ত সুখের ব্যবস্থা আছে। এমন কিছু আছে যা মানুষ কখনও চোখে দেখেনি, কানে শোনেনি, হৃদয়ে উপলব্ধি করেনি। এছাড়া সবচেয়ে বড় কথা এই যে, স্বর্গবাসী স্বচক্ষে প্রভুকে দর্শন করতে পারবেন। যার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুতে নেই।

ঠিক অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কুকর্ম করবে, পাপ করবে, প্রভুর আজ্ঞা অমান্য করবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে তাকে আগুনে জ্বলতে হবে। সেখানে তাকে আগুনে জ্বলতে হবে। সেখানে তাকে সমস্ত পাপের সাজা দেওয়া হবে। সবচেয়ে বড় সাজা হল এই যে, সে কখনও প্রভুর দর্শন পাবে না, উপরন্তু প্রভুর ক্রোধের আগুন তার উপর বর্ষিত হবে।

''স্রষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি করা বড় পাপ''

মহান প্রভু কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন যে, নেকী, সৎ কর্ম, পূণ্য এবং সদাচারে যেমন ছোট বড় হয়, তেমনি প্রভুর কাছে কুকর্ম, পাপও ছোট বড় হয়। প্রভু আমাদের বলেছেন, সেই ব্যক্তি সর্বাধিক শাস্তির ভাগীদার, যাকে তিনি ক্ষমা করেন না কখনই; সে সর্বদা নরকের আগুনে জ্বলতে থাকে এবং যার মৃত্যুও আসে না, সেই ব্যক্তি হল সংসারের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপী। কেননা সে প্রভুর সমকক্ষ উপস্থাপন করে। এইরূপ কার্য করবার অর্থ হল নিজের মাথা অন্যের সামনে ঝোঁকানো (প্রভু ব্যতীত), নিজের হাত অন্য কারো কাছে জোড় করা, এছাড়া প্রভু ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের প্রভু মানা। অর্থাৎ 'আল্লাহ্' ব্যতীত অপর অপর দেব-দেবী, চন্দ্র, সূর্য পীর-ফকিরকে মনে করা হচ্ছে যেন তিনিই জন্ম-মৃত্যু, রুজি-রুটি, লাভ-লোকসান সমস্ত কিছুর মালিক। 'আল্লাহ্' ব্যতীত অপর কাউকে প্রভু মনে করা 'শিরক', এই কার্যহেতু যে 'পাপ' হয় আল্লাহ্ তা কখনও মাফ করেন না। আমাদের সামান্য বুদ্ধিও এই চিন্তা ভাবনাকে খারাপ মনে করে এবং পছন্দও করে না।

'একটা দৃষ্টান্ত'

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোন স্ত্রী যদি কলহপ্রিয়া হয়, সর্বদা কু-কথা বলে এবং কোনো কথা না শোনে; তখন স্বামী যদি তাকে ত্যাগ

করতে চায়, গৃহত্যাগ করতে বলে এবং সেই স্ত্রী যদি স্বামীর গৃহত্যাগ করতে না চায়, আমৃত্যু তার কাছে তার গৃহে থাকতে চায়, তখন স্বামীটি ক্রোধান্বিত হয়েও তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

এর বিপরীতে যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর অত্যন্ত সেবা করে, আজ্ঞাবাহী হয়, সর্বদা স্বামীর জন্য চিন্তা করে, স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করে, তার খাওয়া না হ'লে খায় না এছাড়া স্বামীকে অতি যত্ন করে খাওয়ায়, এককথায় পতিব্রতা, পতিপ্রাণা হয়, সেই স্ত্রী যে স্বামীকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মনে করে, সে যদি একদিন তার পতির কাছে নিবেদন করে যে, সে একজন স্বামীর সঙ্গে বাস করে সুখী নয়। তার আর একজন স্বামী চাই, তাই সে একজন প্রতিবেশীকে নিজের স্বামী হিসাবে স্বীকার করেছে। যদি স্বামীর কোন পুরুষত্ব থাকে, তার মধ্যে মনুষত্ব থাকে তাহলে সে কিছুতেই স্ত্রীর এই কার্য স্বীকার করবে না।

এটা কেন হয় ? কারণ হল স্বীয় স্ত্রীর জন্য কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখতে চায় না। যে মানুষ বীর্যের একটা বিন্দু থেকে জন্ম নিয়েও স্বীয় প্রতিপক্ষ মেনে নিতে পারে না সেখানে 'প্রভু' যিনি (অপবিত্র বিন্দু)থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি কি করে একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্বীকার করবেন যাকে তাঁর সঙ্গে একাসনে বসানো হবে ? যখন এই সংসারে মানুষ যা কিছু পেয়েছে, তিনিই দিয়েছেন।

'পবিত্র ক্বুরআনে মূর্তি পূজার বিরোধিতা'

পবিত্র ক্বুরআনে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা বিচারযোগ্য,- "আল্লাহ্ ছাড়া তুমি যাদের পূজা কর তারা সবাই একত্রিত হয়ে একটা মাছিও জন্ম দিতে পারবে না, আর জন্ম দেওয়া তো

দূরের কথা যদি মাছি তার সামনে থেকে কোন বস্তু ছিনিয়েও নেয় তার কাছ থেকে ফিরত নিতে পারবে না। অতএব, কি প্রকার দুর্বল যে পূজা পাচ্ছে সে এবং যে পূজা করছে সে (সূরা হজ্জ ৭৩-৭৪)। উপরন্তু এরা আল্লাহর কদর করেনি যে রকম তাঁকে করা উচিত; কেননা তিনিই হলেন সর্বশক্তিমান (সূরা যুমার ৬৭)।

একটি ভ্রান্ত ধারণা

কিছু কিছু মানুষ মনে করেন একটা ভ্রান্ত ধারণা যে, তাঁরা 'প্রভু' ব্যতীত অন্যের পূজা এইজন্য করেন যাতে তিনি মালিকের দয়া ও মালিকের কাছে পৌঁছানোর রাস্তা বলে দিতে পারেন। এ যেন কোন ব্যক্তি কোন শিক্ষকের কাছ থেকে ট্রেনের ব্যাপারে জেনে নেওয়া এবং যেহেতু উক্ত শিক্ষক ট্রেন সম্পর্কে জ্ঞান দান করছেন তাই ঐ ব্যক্তি ট্রেনের জায়গায় শিক্ষকের উপরে সওয়ার হতে চান। ঠিক অনুরূপভাবে 'আল্লাহ্' নির্দেশিত সঠিক পথ যিনি বলে দেন তাকে পূজা করার অর্থ হল ট্রেনকে ছেড়ে শিক্ষকের উপর সওয়ার হওয়া। কোন কোন বন্ধু একথাও বলেন যে, আমরা কেবল ধ্যান করার জন্য মূর্তি রেখেছি। এটা খুব ভালো কথা যে, খুব মনোযোগের সঙ্গে কেউ কোন গাছকে লক্ষ্য করছে আর বলছে পিতাজীর ধ্যান করার জন্য গাছকে লক্ষ্য করছি আর ভাবছি কোথায় গাছ আর কোথায় প্রভু ? কোথায় দূর্বল মূর্তি আর কোথায় দয়াময়, করুণাময় আল্লাহ্। এতে ধ্যান স্থির হয়, না ভঙ্গ হয় ?

সবচেয়ে বড় সত্য হল এই যে, কোন প্রকারে কোন অবস্থাতে প্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি যে করে তাকে তিনি কখনই ক্ষমা করেন না, এবং এই ব্যক্তি নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।

'সবচেয়ে বড় পূণ্য হল ঈমান'

এই প্রকার সবচেয়ে বড়, ভাল, 'স্রষ্ঠার' উপর বিশ্বাস রাখা যার সম্পর্কে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই বলে যে এই পৃথিবীতেই সমস্ত কিছুই ছেড়ে যেতে হবে। ধার্মিক অথবা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি তাঁকে বলে যিনি কারো অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করেন না। কেন না যিনি কাউকে নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন তাকে 'অত্যাচারী' বলা হয়। মানুষের উপরে সবচেয়ে বেশি অধিকার তার স্রষ্ঠার।

যিনি জন্ম-মৃত্যু সমস্ত কিছুর মালিক এবং একমাত্র তিনিই আরাধনার যোগ্য। তাহলে একমাত্র তাঁরই উপাসনা করা যাক। যিনি আমাদের জীবন দান করেছেন, যিনি আমাদের মান-সন্মান, লাভ-লোকসান সমস্ত কিছুর মালিক তাঁরই আদেশ ও আজ্ঞানুসারে জীবন অতিবাহিত করা উচিত। অর্থাৎ সেই প্রভুর আদেশ পালন করা ও তাঁকে মেনে চলার নাম হল 'ঈমান'। একমাত্র তাঁকে প্রভু হিসাবে মানা ও তাঁর আদেশ পালন করা ব্যতীত মানুষ বিশ্বাসী হতে পারে না, বরং যে মান্য করে না তাকে 'অবিশ্বাসী' বলা হয়।

তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা বা বিশ্বস্ততা না রেখে বাইরে দেখানোর বা বিশ্বাসী হওয়ার চেষ্টা প্রসঙ্গে বলা যায় যে একজন ডাকাত বহু ডাকাতি করে ধনী হওয়ার পর দোকানীকে এক পয়সা ফেরত দিতে এসে বলে যে হিসাবে তার কাছে এক পয়সা বেশি চলে গেছে তাই সে ফেরত দিতে এসেছে। বহু ডাকাতি করে ধনী হওয়ার পর এক পয়সার হিসাব দেওয়া যেমন বিশ্বস্ততা, স্বীয় প্রভুর আদেশ মান্য না করে অন্যের আজ্ঞাবাহী হওয়া, তার আরাধনা করা তার চাইতে আরও জঘন্য, নীচ অবিশ্বাসীর পরিচায়ক।

'বিশ্বাসী' মানুষ তাকে বলা হয় যে স্বীয় প্রভুর আদেশ পালন করে, শুধুমাত্র তাঁরই উপাসনা করে এবং প্রভুর দেওয়া জীবনকে প্রভুরই আদেশ পালনে অতিবাহিত করে।

প্রভুর দেওয়া জীবনকে তাঁরই আজ্ঞানুসারে অতিবাহিত করাই হল ধর্ম এবং তাঁর আদেশকে অমান্য করাই হল অধর্ম।

'সত্য ধর্ম'

প্রকৃত ধর্ম হল একমাত্র 'আল্লাহ্' কে মানা এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করা। পবিত্র ক্বুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, "আল্লাহ্-এর ধর্ম-তো কেবল ইসলাম (সূরা আল ইমরান ১৯) এবং ইসলাম ব্যতীত যে ধর্মই আসুক না কেন তা গ্রাহ্য নয়" (সূরা আল ইমরান ৮৫)।

মানুষের দুর্বলতা হল যে, তার দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতা আছে, তার শ্রবণশক্তিরও সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষের স্বাদ গ্রহণের ও স্পর্শ করার ক্ষমতাও সীমিত। অর্থাৎ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা যেমন সীমিত তেমনি বুদ্ধিরও একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে।

প্রভুর কেমন জীবন পছন্দ, কি রকম আরাধনা তিনি গ্রহণ করেন, পরবর্তী জীবন কেমন ? স্বর্গ ও নরকে মানুষ কোন্ কর্মহেতু পৌঁছায় এসব বিষয় মানুষের জ্ঞাতব্য নয়।

বার্তা বাহক

মানুষের এই দুর্বলতার কথা ভেবে মহান প্রভু পুরুষকে এই পদবী-র যোগ্য মনে করে 'দেবদূতের দ্বারা উক্ত মহান পুরুষের নিকট তাঁকে উপাসনা করবার পথ বলে দিয়েছেন এবং জীবন সম্পর্কে এমন সত্য

বাণী তিনি পাঠিয়েছেন যা বোঝার ক্ষমতা মানুষের নেই। এইরূপে মহান পুরুষকে নবী, রসূল ও পয়গম্বর বলা হয়। অবতার বলা যায়; যদি তার মানে হয় 'যার মাধ্যমে বার্তা পাঠানো হয়'। কিন্তু বর্তমানে, অবতার কথার অর্থ হল তিনিই স্রষ্ঠা অথবা স্রষ্ঠাই অন্যরূপে অবতরণ করেছেন। কিন্তু এ হল 'কুসংস্কার'। যা বিশ্বাস করাও পাপ। এই কুসংস্কার প্রভুর উপাসনা ত্যাগ করে মানুষের মূর্তিকে পূজা করার কথা বলে। মহাপুরুষকে আল্লাহ্ নির্বাচন করেছেন মানুষকে সঠিক পথ দেখনোর জন্য, যাঁকে বলা হয় 'নবী', 'রসূল'। 'নবী' যুগে যুগে এসেছেন। বিভিন্ন স্থানে। তাঁরা প্রত্যেকেই এক আল্লাহ্‌কে মানা, আদেশ পালন করার কথা বলেছেন এবং তাঁর জন্য ধর্মীয় আইন-কানুন (শরীয়াত)নির্দেশ করেছেন। নবীদের মধ্যে কোন নবীই এক আল্লাহ্ ব্যতীতঅন্য কাউকে মানার কথা বলেননি উপরন্তু এইরূপ কার্য করাকে তিনি সবচেয়ে বড়ো 'পাপ' বলেছেন। রসূল এইরূপ 'পাপ' থেকে মানুষকে বিরত থাকতে বলেছেন, মানুষ তাঁর কথা সত্য বলে মেনেছে, সঠিক পথে চলার চেষ্টা করেছে।

''মূর্তি পূজার প্রচলন''

যখন পয়গম্বর মৃত্যুবরণ করলেন (কেননা একমাত্র আল্লাহ্-ই-অবিনশ্বর)-এবং তাঁর অনুগামীরা রসূল বা পয়গম্বরের শোকে বিহ্বল হয়ে পজ্‌ল তখন 'শয়তান' তার পাপকর্ম শুরু করল। আল্লাহ্ মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা শয়তানকে প্রদান করেছেন। কেননা মানুষ কতখানি আল্লাহ্ -এর প্রতি বিশ্বাসে ও ভক্তিতে অটল থাকে তিনি তা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। শয়তান মানুষকে বোঝাল যে, তোমাদের রসূলের প্রতি ভালোবাসা আছে। কিন্তু মৃত্যুর পর সে তোমাদের চোখের আড়ালে লুকিয়েছে। আমি তাঁর একটা মূর্তি বানিয়ে

দিচ্ছি যা দেখে তোমরা অনেক শান্তি পাবে। শয়তান মূর্তি বানিয়ে দিল। তখন তাঁরা ইচ্ছা হলেই সেই মূর্তিকে দেখত। এইভাবে যখন ধীরে ধীরে মূর্তির প্রতি তাঁদের ভালবাসা জন্মালো শয়তান বলল, 'যদি এই মূর্তির সামনে তোমরা মাথা নত কর তাহলে এর মধ্যে স্রষ্ঠাকে পাবে।' মানুষের মনে মূর্তির প্রতি আলাদা ভক্তি এসেছিল। তাই শয়তানের কথায় তারা সহজেই মূর্তির সামনে মাথা নত করল এবং পূজা করতে আরম্ভ করল। যাদের কাছে একমাত্র স্রষ্টাই পূজ্য ছিল তারা মূর্তি পূজা আরম্ভ করল এবং চোরাবালিতে ফেঁসে গেল বা শয়তানের জালে জড়িয়ে গেল। এই সংসারের সর্দার (মানুষ) যখন পাথর অথবা মাটির কাছে নতশির হল তখন তারা হল অপমানিত এবং প্রভুর কাছে ছোট হয়ে তারা নরক পথগামী হল। আল্লাহ্ পুণরায় একজন রসূল প্রেরণ করলেন। তিনি মানুষকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকতে বললেন, শুধুমাত্র আল্লাহকে মানার কথা বললেন। অনেকে তাঁর কথা মানল, অনেকে মানল না। যারা মানল, আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন হলেন। কিন্তু যারা রসূলের উপদেশ গ্রাহ্য করল না, তাদের প্রতি অদৃশ্য থেকে চরম বিপদ নেমে এল।

'রসূলের শিক্ষা'

এই সংসারে যত নবী এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকের ধর্মের আধার এক তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন যে শুধুমাত্র আল্লাহকে মানো। কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে কোর না। কাউকে গুণে ও ব্যক্তিত্বে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ো না। কাউকে গুণে ও ব্যক্তিত্বে আল্লাহর সমকক্ষ মনে কোর না। কাউকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কোরোনা। তাঁর প্রেরণ করা সমস্ত রসূলকে সত্য বলে মানো। আল্লাহর ফেরেস্তাগণকে (দেবদূত) সত্য বলে মানো, যারা

শয়ন, ভোজন করেন না, যারা পবিত্র, যাঁরা আল্লাহর সমস্ত আদেশ পালন করেন, তাঁদের সত্য বলে মানো। আল্লাহ্ দেবদূতের মাধ্যমে তাঁর বাণী সম্বলিত যে গ্রন্থের অবতারণা করেছেন তাকে সত্য বলে গ্রহণ কর। বিশ্বাস কর, মৃত্যুর পর তোমার কর্মফল হেতু তুমি ভাল অথবা মন্দভাবে জীবন কাটাতে পারবে। একথাও জেনে রাখো যে ভাগ্য খারাপ এবং ভাল হওয়ার মালিকও তিনি। এখন আমি যে বিধান ও জীবন যাপনের রীতির কথা বলতে এসেছি তার পালন করার চেষ্টা কর।

আল্লাহ্-এর যত নবী ও রসূল এসেছেন তাঁরা সকলে সত্য এবং তাঁদের উপর যে ধর্মীয় গ্রন্থের অবতারণা করা হয়েছে তাও সত্য; এ সবের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, কোন ভেদ নেই। সত্য কথা হল এই যে, এঁরা একস্রষ্ঠার কথা বলেছেন, তাঁকে মানার কথা বলেছেন এবং তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন, প্রভু ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা না করার এমন কি তাঁর নিজেরও না; তাই রসূলগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। যে সকল মহাপুরুষগণ মূর্তিপূজা ও বহু ঈশ্বরবাদের কথা বলেছেন তাঁরা রসূল নন। তাঁরা 'পথ ভ্রষ্টাচারী' (প্রবঞ্চক)। মুহাম্মদ (সঃ) এর পূর্বে যত রসূল এসেছেন তাঁরা সকলেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আবার কোথাও কোথাও গ্রন্থের পরিবর্তনও করা হয়েছে।

'শেষ পয়গম্বর মুহাম্মদ (সঃ)'

এ এক মূল্যবান সত্য যে, যত নবী এসেছেন তা তাদের কথায় অথবা গ্রন্থে শেষ নবী সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন এবং এটাও বলা হয়েছে যে তাঁর আগমনের পরে এবং তাঁকে জানার পর সমস্ত প্রাচীন বিধান এবং ধর্মীয় কানুন ব্যতিরেকে তাঁর কথা মানা হবে এবং তিনি যে গ্রন্থ এবং ধর্ম

আনবেন তাই চলমান থাকবে। এ-ও ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করে কেননা প্রাচীন গ্রন্থেও (পথ ভ্রষ্টাচারীদল থাকা সত্ত্বেও) শেষ নবীর আগমনের বার্তা আল্লাহ্ বদলাননি যাতে একথা কেউ না বলতে পারে যে, "আমাদের কাছে কোন বার্তা আসেনি"। বেদে তারই নাম 'নরাশংস', পুরাণে কল্কি অবতার, বাইবেলে ফারক্লীট এবং আহমদ ও বৌদ্ধে অন্তিম বুদ্ধ ইত্যাদি লেখা হয়েছে।

এই সকল ধর্মীয় গ্রন্থে মুহাম্মদ (সঃ)এর জন্মস্থল, সময় ও বহু বাস্তব লক্ষণ প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছে।

'মুহাম্মদ (সাঃ)এর জীবন ও পরিচয়'

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বৎ সর পূর্বে শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) সৌদি আরবের মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের কিছু পূর্বেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। মাও বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। প্রথমে দাদু এবং পরে চাচা তাঁকে লালন-পালন করেন। সংসারে সবচেয়ে শান্ত একজন মানুষ গোটা মক্কা নগরীর নয়নমণি হয়ে উঠেছিলেন।

তাঁর বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের ভালবাসা তাঁর প্রতি বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাঁকে সৎ এবং ধার্মিক বলে গণ্য করা হল। মানুষ এমনকি তার বহু মূল্যবান 'সম্পদও' তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখতে লাগলো। তিনি তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিতেন। আল্লাহর পবিত্র গৃহ কাবা শরীফকে নতুন করে নির্মাণ করা হল। কাবাগৃহের এককোণে একটা 'পবিত্র পাথর' ছিল। সেই পাথরটি যখন স্বস্থানে রাখবার প্রসঙ্গ এল তখন মক্কাবাসী ও সর্দারের বংশধরদের ইচ্ছা হল, এই অধিকার একমাত্র তাকে দেওয়া হোক। কিন্তু কিছু লোক এর বিরোধিতা করল, ফলে দ্বন্দ্ব বেঁধে গেল, তখন একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বললেন

যে, 'আগামীকাল যে সবচেয়ে আগে কাবাগৃহে আসবে সেই-ই এর নিস্পত্তি করবে'। সবাই প্রস্তুত হল। কিন্তু ঐ দিন সবার আগে কাবাগৃহে এলেন মুহাম্মদ (সঃ), তখন সবাই একসাথে বলে উঠল যে, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি এসেছেন, তাই আমরা সকলেই রাজি আছি। তখন তিনি একটা চাদর পেতে তার উপরে পবিত্র পাথরকে রেখে প্রত্যেক বংশের সর্দারকে চাদরের এক এক কোনা ধরতে বললেন। যখন পাথর দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গেল তখন মুহাম্মদ (সঃ) পাথরটিকে স্বহস্তে স্বস্থানে রেখে দিয়ে একটা বড় দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটালেন।

এইভাবে তিনি সমস্ত কাজে অগ্রদূতের ভূমিকা নিতেন। তিনি যখন অন্য কোন জায়গায় যেতেন তখন সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠত। আবার তিনি যখন ফিরে আসতেন তখন সকলে তাঁকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মত ক্রন্দন করত। ঐ সময় কাবাগৃহে ৩৬০টি দেব-দেবীর মূর্তি ছিল। গোটা আরব দেশে জাতিভেদ, ধনী-দরিদ্র ভেদ, নারীর প্রতি অত্যাচার, জুয়া, সুদ, লড়াই প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মন্দকর্ম প্রচলিত ছিল।

কাজেই ২৩ বৎসর ধরে আল্লাহ্ তাঁর কাছে ফেরেস্তাদের মাধ্যমে ক্বুরআন অবতরণ করলেন এবং তাঁকে, 'রসূল' ঘোষণা করলেন, মানুষকে একেশ্বরবাদী হওয়ার বার্তা পাঠানোর দায়িত্ব প্রেরণ করলেন।

'সত্যের আওয়াজ'

শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন এবং জোরে আওয়াজ দিলেন। সেই আওয়াজে বহু লোক একত্রিত হল, কেননা তা ছিল একজন সৎ ধার্মিক ব্যক্তির 'ডাক'। তিনি প্রশ্ন করলেন, যদি আমি তোমাদের বলি যে, এই পাহাড়ের পিছনে বিশাল সেনাবাহিনী আছে

যারা যে কোন মুহূর্তে তোমাদের উপর হামলা করতে পারে। একথা কি তোমার বিশ্বাস করবে ? প্রত্যেকে এক সুরে বলে উঠল, 'আপনার কথা কে না বিশ্বাস করবে ? আপনি কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না।' এছাড়া আপনি পাহাড়ের পিছনের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন। এরপর তিনি তাদেরকে ইসলামের পথে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকতে বললেন এবং জাহান্নামের আগুনের ভয়ও দেখালেন।

'মানুষের একটি দুর্বলতা'

মানুষের একটি দুর্বলতা হল যে, তারা পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত ধারণাকে অন্ধের মতো মেনে চলে। মানুষেরা বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করতে চায় না বরং পূর্বপুরুষদের মত অবলম্বন করে চলে, কোন কিছু শোনা বা বোঝার চেষ্টা করে না।

'বাধা ও পরীক্ষা'

মুহাম্মদ (সঃ) ৪০ বৎ সর ধরে মক্কাবাসীর প্রতি ভালবাসা ও আস্থা দেখালেও তারা রসূলের শিক্ষাকে গ্রহণ করল না। উপরন্তু শত্রু হয়ে গেল। তিনি মানুষকে যত সত্যের পথিক হতে বলতেন তারা ততবেশি তাঁর শত্রু হয়ে যেত। কিছু কিছু মানুষ ঈমানদার ব্যক্তিকে নানভাবে উত্যক্ত করত। তাঁদের তারা মারত, ফেলে দিত, গলায় দড়ি দিয়ে টানাটানি করত এবং পাথর নিক্ষেপ করত। কিন্তু তিনি (রসূল) তাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন, কারো প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবতেন না, সারারাত ধরে প্রভুর কাছে ওই সকল অত্যাচারী

যে, 'আগামীকাল যে সবচেয়ে আগে কাবাগৃহে আসবে সেই-ই এর নিস্পত্তি করবে'। সবাই প্রস্তুত হল। কিন্তু ঐ দিন সবার আগে কাবাগৃহে এলেন মুহাম্মদ (সঃ), তখন সবাই একসাথে বলে উঠল যে, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি এসেছেন, তাই আমরা সকলেই রাজি আছি। তখন তিনি একটা চাদর পেতে তার উপরে পবিত্র পাথরকে রেখে প্রত্যেক বংশের সর্দারকে চাদরের এক এক কোনা ধরতে বললেন। যখন পাথর দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গেল তখন মুহাম্মদ (সঃ) পাথরটিকে স্বহস্তে স্বস্থানে রেখে দিয়ে একটা বড় দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটালেন।

এইভাবে তিনি সমস্ত কাজে অগ্রদূতের ভূমিকা নিতেন। তিনি যখন অন্য কোন জায়গায় যেতেন তখন সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠত। আবার তিনি যখন ফিরে আসতেন তখন সকলে তাঁকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মত ক্রন্দন করত। ঐ সময় কাবাগৃহে ৩৬০টি দেব-দেবীর মূর্তি ছিল। গোটা আরব দেশে জাতিভেদ, ধনী-দরিদ্র ভেদ, নারীর প্রতি অত্যাচার, জুয়া, সুদ, লড়াই প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মন্দকর্ম প্রচলিত ছিল।

কাজেই ২৩ বৎসর ধরে আল্লাহ্ তাঁর কাছে ফেরেস্তাদের মাধ্যমে ক্বুরআন অবতরণ করলেন এবং তাঁকে, 'রসূল' ঘোষণা করলেন, মানুষকে একেশ্বরবাদী হওয়ার বার্তা পাঠানোর দায়িত্ব প্রেরণ করলেন।

'সত্যের আওয়াজ'

শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন এবং জোরে আওয়াজ দিলেন। সেই আওয়াজে বহু লোক একত্রিত হল, কেননা তা ছিল একজন সৎ ধার্মিক ব্যক্তির 'ডাক'। তিনি প্রশ্ন করলেন, যদি আমি তোমাদের বলি যে, এই পাহাড়ের পিছনে বিশাল সেনাবাহিনী আছে

যারা যে কোন মুহূর্তে তোমাদের উপর হামলা করতে পারে। একথা কি তোমার বিশ্বাস করবে ? প্রত্যেকে এক সুরে বলে উঠল, 'আপনার কথা কে না বিশ্বাস করবে ? আপনি কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না।' এছাড়া আপনি পাহাড়ের পিছনের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন। এরপর তিনি তাদেরকে ইসলামের পথে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকতে বললেন এবং জাহান্নামের আগুনের ভয়ও দেখালেন।

'মানুষের একটি দুর্বলতা'

মানুষের একটি দুর্বলতা হল যে, তারা পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত ধারণাকে অন্ধের মতো মেনে চলে। মানুষেরা বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করতে চায় না বরং পূর্বপুরুষদের মত অবলম্বন করে চলে, কোন কিছু শোনা বা বোঝার চেষ্টা করে না।

'বাধা ও পরীক্ষা'

মুহাম্মদ (সঃ) ৪০ বৎ সর ধরে মক্কাবাসীর প্রতি ভালবাসা ও আস্থা দেখালেও তারা রসূলের শিক্ষাকে গ্রহণ করল না। উপরন্তু শত্রু হয়ে গেল। তিনি মানুষকে যত সত্যের পথিক হতে বলতেন তারা ততবেশি তাঁর শত্রু হয়ে যেত। কিছু কিছু মানুষ ঈমানদার ব্যক্তিকে নানভাবে উত্যক্ত করত। তাঁদের তারা মারত, ফেলে দিত, গলায় দড়ি দিয়ে টানাটানি করত এবং পাথর নিক্ষেপ করত। কিন্তু তিনি (রসূল) তাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন, কারো প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবতেন না, সারারাত ধরে প্রভুর কাছে ওই সকল অত্যাচারী

মানুষের জন্য প্রার্থনা করতেন। একবার তিনি মক্কাবাসীর প্রতি নিরাশ হয়ে 'তায়েফ' নগরে গিয়েছিলেন। সেখানকার লোকেরা তাঁকে অমান্য করল, ছেলেদের লেলিয়ে দিল তাঁকে উত্যক্ত করবার জন্য। তারা 'রসূলকে' লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল যার আঘাতে তাঁর পা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে, কখনও যদি তিনি যন্ত্রনায় কাতর হয়ে বসে পড়তেন তাহলে ওইসব ছেলেরা তাঁকে পুণরায় দাঁড় করিয়ে দিত এবং মারধর করত। এই অবস্থায় তিনি একবার নগরের বাইরে একস্থানে গিয়ে বসলেন, মুহাম্মদ (সঃ) তাদের কোন দোষ দেননি বরং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন, 'হে প্রভু, এদের বুদ্ধি দাও! এরা কিছু জানে না'।

আল্লাহ্-প্রেরতি পবিত্র বার্তা এবং ঐশীবাণী পৌঁছানোর জন্য তাঁর প্রিয় মক্কানগর তাকে ছাড়তে হয়। একটা ঘটনার জন্য তাঁকে সাড়ে তিন বৎসর বন্দী থাকতে হয়। তখন তিনি গাছের পাতা খেয়ে জীবন-ধারণ করেছেন। এরপর তাঁর জন্মভূমি মক্কাবাসী বিরোধী মানুষের ফৌজ সেজে বারবার তাঁর সঙ্গে লড়াই করতে যায়।

'সত্যের জয়'

সত্যের সর্বদা জয় হয়, এখানেও তাই হল। ২৩ বৎ সরের কঠিন পরিশ্রমের পর মুহাম্মদ (সঃ) বিজয়ী হলেন। তিনি গোটা আরব দুনিয়াকে সত্যের পথে চলার আমন্ত্রণ জানালেন এবং ইসলামের শীতল ছায়ায় স্থান দিলেন, গোটা দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি হল, উঁচু নীচুর প্রভেদ দূর হল এবং সমস্ত মানুষ এক আল্লাহকে মানতে ও আরাধনা করতে শুরু করল।

'অন্তিম অসীয়ত'

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি প্রায় এক লক্ষের বেশি লোকের সঙ্গে 'হজ্জ' করলেন এবং সমস্ত লোককে অন্তিম অসীয়ত শোনালেন, 'হে মানব জাতি! মৃত্যুর পরে যখন তোমাকে তোমার কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন আমার বিষয়েও প্রশ্ন করা হবে, যে আমি আল্লাহ্-এর দ্বীন (ধর্ম) এবং সত্য সম্পর্কে তোমাদের জানিয়েছি কি না। তখন প্রত্যেকেই বলল যে, হ্যাঁ আপনি আমাদের এ বিষয়ে বলেছেন। এরপর তিনি আকাশের দিকে আঙুল তুলে তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন'। এরপর উপস্থিত মানুষগুলিকে বললেন, 'এই সত্য ধর্ম যিনি জেনেছেন, তিনি যেন তাঁদের কাছে পৌঁছে দেন, যারা এই সত্য ধর্ম সম্পর্কে কিছু জানেন না।"

এরপর তিনি একথাও বললেন যে, "আমি হলাম শেষ রসূল, আমার পরে কোন রসূল আসবে না। আমি হলাম সেই অন্তিম ঋষি, নরাশংস এবং কল্কি অবতার যার প্রতীক্ষা তোমারা করছিলে এবং যার সম্পর্কে তোমারা সবকিছু জানো।" পবিত্র ক্বুরআনে বলা হয়েছে, "যাদের আমি এই গ্রন্থ দিয়েছি তারা এই পয়গম্বর মুহাম্মদকে জানেন, যেমন নিজের পুত্রকে তাঁরা জানেন। হ্যাঁ এটা নিশ্চিত যে, তাদের মধ্যে একটা দল সত্যকে লুকিয়ে রাখত।"

'প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য'

মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত এই সংসারের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য এবং ধর্মীয় ও মানবিক দায়িত্ব হল এক আল্লাহ্-এর উপাসনা করা। এছাড়া আল্লাহ্-এর সমকক্ষ কাউকে না মানা। মুহাম্মদ (সঃ)কে সত্য বলে মানা

এবং তিনি যে ধর্ম ও জীবন-ধারণের রীতিনীতি এনেছেন তা পালন করা। ইসলামে একে 'ঈমান' বলা হয়। 'ঈমান' বা বিশ্বাস না থাকলে মৃত্যুর পর নরকের আগুনে জ্বলতে হবে।

'দুটি প্রশ্ন'

এখন আপনার মাথায় দুটি প্রশ্ন আসতে পারে যেমন মৃত্যুর পরে নরক অথবা স্বর্গ প্রাপ্তির কোনটাই দেখা যায় না অতএব তা বিশ্বাস করব কেন ? এই প্রসঙ্গে এটা জেনে নেওয়া উচিত যে, সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে স্বর্গ (জান্নাত) ও নরকের (জাহান্নামের) বর্ণনা আছে। এর থেকে এটা পরিস্কার যে স্বর্গ ও নরকের কথা ও মানুষের কর্মফল হেতু মৃত্যুর পরে তার বিচারের কথা সমস্ত প্রাচীন ধর্ম দ্বারা স্বীকৃত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঃ গর্ভে থাকাকালীন কোন শিশুকে যদি বলা যায় যে, সে যখন মাতৃগর্ভ থেকে বাইরের দুনিয়ায় আসবে তখন কাঁদবে, দুধপান করবে এবং বহু জিনিস দেখতে পাবে। কিন্তু সে বিশ্বাস করবে না। একমাত্র মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে এলে সে সমস্ত কিছুই তার চোখের সামনে দেখতে পাবে। ঠিক এইরূপ এই সংসারে থাকার অর্থ হল গর্ভে থাকা। মৃত্যুর পরে গর্ভ থেকে বেরিয়ে যখন মানুষ আখিরাতের দুনিয়ায় চোখ খুলবে তখন সমস্ত কিছু তার চোখের সামনে দেখতে পাবে। স্বর্গ, নরক ও তার প্রকৃত চিত্রের যে সত্য সংবাদ দিয়েছে যাঁকে সেই সত্য মিথ্যা প্রমাণ করবার সাধ্য চরম শত্রুরও নেই এবং কুরআনের মত ধর্মগ্রন্থ যে সত্যের প্রমাণ দিয়েছে তা প্রত্যেকেই গ্রহণ করেছে।

'দ্বিতীয় প্রশ্ন'

যে দ্বিতীয় প্রশ্নটি আপনার মাথায় আসতে পারে তা হল এই যে, যখন রসূলগণ, ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থগুলি সত্য ছিল, তখন ইসলাম কবুল করার কি প্রয়োজন ছিল ?

বর্তমান যুগে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ। আমাদের দেশে একটা সংসদ (পার্লামেন্ট)আছে, একটা সংবিধান আছে। এখানে যত প্রধানমন্ত্রী এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতের যুগোপযোগী প্রধানমন্ত্রী। জহরলাল নেহেরু, শাস্ত্রীজি, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী এবং ভি.পি. সিংহ ইত্যাদি। এঁরা প্রত্যেকেই দেশের প্রয়োজনে সময়োপযোগী। যে আইন-কানুন পাশ করিয়েছেন, তা সবই ভারতবর্ষের আইন-কানুন। কিন্তু বর্তমান প্রধামন্ত্রী যদি পুরানো আইন-কানুন সংশোধন করেন তাহলে সমস্ত পুরানো আইন কানুন বদলে যাবে এবং প্রত্যেক ভারতবাসী সংশোধিত আইন কানুন মানতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু যদি কোন ভারতীয় নাগরিক বলেন যে, "ইন্দিরা গান্ধী" তো আসল প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তাই আমি তাঁর আইন কানুন মানবো, নতুন প্রধানমন্ত্রীর আইন কানুন মানবো না, এছাড়া তিনি যে আয়কর ধার্য করেছেন তাও দেব না। এই প্রকার ব্যক্তিকে তাহলে ভারতবিরোধী বলা হবে এবং শাস্তি প্রদত্ত হবে।

ঠিক এই রূপ ভাবে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ যুগে যুগে এসেছে এবং সত্যের শিক্ষা দিয়েছে। তাই সমস্ত রসূল ও ধর্মপুস্তককে সত্য মানা ও শেষ রসূল মুহাম্মদ (সঃ)কে সমস্ত মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

এইজন্য একথা বলা একেবারেই যে সমস্ত ধর্মই একেশ্বর মুখী। রাস্তা পৃথক পৃথক কিন্তু গন্তব্য এক। সত্য কেবল এক। কিন্তু অসত্য অনেক হতে পারে। জ্যোতি এক কিন্তু আঁধার অনেক হতে পারে। সত্য ধর্ম কেবল এক, শুরু থেকেই এক। অতএব, কেবল এককে মানা উচিত এবং এক-কে মানাই হল ইসলাম। ধর্ম কখনও বদলায় না, কেবল শরীআত (বিধান) সময়ানুসারে বদলায় তাও প্রভুর আজ্ঞানুসারে পালিত রীতিনীতি অনুযায়ী। যখন মানবজাতি এক এবং প্রভু অর্থাৎ স্রষ্ঠাও এক তখন রাস্তাও এক হবে। ক্বুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহর ধর্ম তো কেবল ইসলাম।

আরো একটি প্রশ্ন

একটা প্রশ্ন মনে আসতে পারে, সেটি হল যে মুহাম্মদ (সঃ) যদি নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্ব সংসারের মধ্যে শেষ নবী হন তা হলে তার কি কোন প্রমাণ আছে ? এর পরিষ্কার উত্তর হল যে, সর্বপ্রথম এই কুরআন হল স্রষ্ঠার "কালাম" যা কিনা তার সত্যতা প্রমাণের জন্য বহু যুক্তি তর্কের প্রদর্শন করেছে; যা কিনা সকলে মানতে বাধ্য হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত এর বিরোধিতা কেউ করেনি। কুরআন ঘোষণা করেছে যে, মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনের প্রতিটা মূহুর্ত এই সংসারে সকলের সম্মুখে অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর সমস্ত জীবন খোলা বইয়ের মত।

এই সংসারের কোন মানুষের জীবনই মুহাম্মদ (সঃ) এর মত সুরক্ষিত ও উজ্জ্বল নয়। তাঁর কোন শত্রু অথবা ইসলামের কোন দুশমন একথা বলতে পারে না যে তিনি কখনো মিথ্যা বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত

জীবনে। তাঁর নগরবাসী তাঁর সত্যতার কসম খেত। যে উত্তম পুরুষ কখনও নিজের জীবনে মিথ্যা বলেননি, সেই ব্যক্তি ধর্ম ও স্রষ্ঠা সম্পর্কে কি করে মিথ্যা বলবেন ? তিনি স্বয়ং বলেছেন, "আমিই হলাম শেষ নবী এবং আমার আগমন সম্পর্কে সমস্ত নবী ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন"। সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থে শেষ ঋষি, কল্কি অবতার সম্পর্কে যে সকল লক্ষণ ও পরিচিতির কথা ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে তার সকল বিষয়ই মুহাম্মদ (সঃ)এর মধ্যে আছে।

ডাঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

ডাঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় তাঁর নরাশংস আউর অন্তিম ঋষি, 'কল্কি' অবতার আউর মুহাম্মদ সাহেব গ্রন্থে বেদপাঠের উপর ভিত্তি প্রমাণ করেছেন যে, অন্তিম ঋষি এবং কল্কি অবতারের যে বর্ণনা বেদে আছে তিনি ১৪০০ বছর পূর্বে আরব দেশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যে হিন্দুভাই বেদ-নির্দেশিত পথে না চলে সে হিন্দুও নয়। কেননা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে কল্কি অবতার ও নরাশংস (মানুষের দ্বারা প্রশংসিত) এই পৃথিবীতে এলে তাঁকে ও তাঁর ধর্মকে মানার কথা বলা হয়েছে। অতএব যে হিন্দু স্বীয় ধর্মগ্রন্থের প্রতি আস্থাশীল সে এটি না মানলে মোক্ষ লাভ করতে পারবে না এবং মৃত্যুর পরে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ থেকে বঞ্চিত হবে এবং তাঁর ক্রোধের শিকার হবে।

'ঈমানের আবশ্যকতা'

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ছাড়াও এই সংসারে 'ঈমান' ও ইসলামকে সর্বদা প্রয়োজন। তাই মানবজাতির কর্তব্য হল এক স্রষ্ঠার উপাসনা করা। যে

ব্যক্তি স্রষ্ঠা ব্যতীত অন্যের সম্মুখে নতমস্তক হয় তার প্রভুভক্তি কুকুরের চেয়েও নীচে নেমে গেছে। কুকুর স্বীয় মালিকের দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাঁর প্রতি আস্থাশীল হয় কিন্তু এ কেমন 'ঈমান' যাতে মানুষ নিজ প্রভু ব্যতীত অন্যের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয় অর্থাৎ অন্যের সম্মুখে নতমস্তক হয়।

কিন্তু ঈমানের বেশি প্রয়োজন মৃত্যুর পরে, যেখান থেকে মানুষ আর ফিরবে না, মৃত্যুকে বারবার ডাকলেও আসবে না। সে সময় কোন অনুতাপ, অনুশোচনা, প্রায়শ্চিত্ত কাজে লাগবে না। যদি মানুষ পৃথিবী থেকে বে-ঈমান হয়ে বিদায় নেয় তাহলে তাকে অনন্তকাল নরকের আগুনে জ্বলতে হবে। যদি আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ আমাদের শরীরকে স্পর্শ করে তাহলে আমরা যন্ত্রনায় কাতরাই তাহলে বেঈমান মানুষ নরকের আগুনে অনন্তকাল ধরে কি করে জ্বলন সহ্য করবে ? যখন চামড়ার একটা স্তর জ্বলে গেলে নতুন করে চামড়া তৈরি হবে এবং এইভাবে অনন্তকাল জ্বলতে থাকবে।

'প্রিয় পাঠক' (অত্যন্ত মূল্যবান কথা)

আমার প্রিয় পাঠক। মৃত্যু কখন আসবে কেউ জানে না। যে শ্বাস ভিতরে আছে সে কখন বাইরে আসবে তার যেমন ভরসা নেই, যে শ্বাস বাইরে আছে সে কখন ভিতরে যাবে তারও ভরসা নেই। মৃত্যুর আগে যতটা সময় আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব পালন করতে হবে। ঈমান ব্যতীত এই পার্থিব জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বৃথা।

কাল যখন নিজ প্রভুর কাছে যাওয়া হবে, তখন সবার আগে 'ঈমান' সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে। আমারও এতে স্বার্থ আছে। কেননা, কাল যখন হিসাব হবে তখন আপনি যেন একথা না বলেন যে আমাদের কাছে

কোন সত্য বার্তা আসে নি।

আশা করি এই সত্য বাণী আপনার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। আসুন, ভাগ্যবান, সৎ ও হৃদয়বান আমার প্রিয় পাঠক, স্রষ্ঠাকে সাক্ষী করে সৎ মনে তাঁকে অন্তর্যামী মেনে নিয়ে স্বীকার করি এবং বিশ্বাস করি ?— 'আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাললাহু অ-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও-রসূলূহু'।

অর্থ; আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই তিনি এক এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রসূল (বুখারী ৫০০ পৃঃ)।

আমি তওবা করছি, সমস্ত প্রকার নাস্তিকতা থেকে, শিরক থেকে এবং সমস্ত প্রকার পাপ থেকে এবং প্রতিজ্ঞা করছি যে, সৃষ্টিকর্তা তথা সত্যিকার মালিকের সমস্ত আদেশ পালন করব এবং সত্য নবী মুহাম্মদ(সঃ)কে সৎ ভাবে অনুকরণ করব। করুণাময় এবং দয়াবান মালিক আমাকে এবং আপনাকে যেন আমৃত্যু এই পথে চলতে সাহায্য করেন। আমার প্রিয় পাঠক, যদি আপনি মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বাস আর ঈমানের সঙ্গে নিজের জীবন অতিবাহিত করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার এই ভাই কিভাবে প্রেমের 'হক' পূরণ করেছে।

ঈমানের পরীক্ষা

এই ইসলাম ও ঈমানের জন্য আপনার পরীক্ষাও হতে পারে, তবে জয় সর্বদা সত্যেরই হয়। তাই এখানেও সত্যেরই জয় হবে। যদি গোটা জীবনই পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে এই ভেবে জীবন কাটাতে হবে যে এই

'দুনিয়াদারী' মাত্র কিছুদিনের জন্য।মৃত্যুর পরবর্তী জীবনই হল অনন্ত। পরপারের চরম সুখ এবং জান্নাত লাভ করার জন্য এবং প্রভুকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এবং প্রভুকে দর্শন করবার জন্য এ সকল পরীক্ষা কিছুই নয়।

আপনার কর্তব্য

আর একটা কথা হল এই যে, 'ঈমান' এবং 'ইসলামের' এই সত্যতা সেই সমস্ত ভাইগণের 'হক' ও 'আমানত' যাদের কাছে এটা পৌঁছায়নি। অতএব, আপনার কর্তব্য হল নিঃস্বার্থভভাবে স্বীয় ভ্রাতাগণের কাছে 'ঈমান' ও ইসলামের সত্যতা পৌঁছে দেওয়া। ঠিক যেভাবে মুহাম্মদ (সঃ)প্রভুর ক্রোধ ও জাহান্নামের সাজা থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য দুঃখ, বেদনার অনুভূতির সঙ্গে এই সত্যতা পৌঁছে দিয়েছিলেন। আপনিও পৌঁছে দিন এবং তারা যাতে সঠিক পথে চলতে পারে তার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন। কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তির সম্মুখে, আগুনের কুন্ডের মধ্যে পড়ে যায় এবং উক্ত ব্যক্তি ঐ অন্ধ ব্যক্তিকে যদি না বলে, যে তোমার পথ আগুনের কুন্ডের দিকে যাচ্ছে, তবে সেই ব্যক্তি কখনই মানুষ বলে অভিহিত হতে পারে না। মনুষ্যত্বের প্রথম শর্ত হল, ঐ অন্ধ ব্যক্তির পথ রোধ করা, তাকে ধরে বাঁচানো এবং প্রতিজ্ঞা করা যে যতক্ষণ আমি থাকব ততক্ষণ তোমাকে কিছুতেই আগুনে পড়তে দেব না।

ঈমান আনার পর প্রত্যেক মুসলমানের একটা দায়িত্ব আছে যে তিনি শিরক (প্রভুর সঙ্গে তুলনা) আর বে-ঈমানীর আগুনে জ্বলতে থাকা

মানুষকে উদ্ধার করবেন, তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে অনুরোধ করবেন যেন তারা ভুল রাস্তায় না চলেন। নিঃস্বার্থভাবে সহানুভূতির সঙ্গে যদি কোন কথা বলা যায় তাহলে তা মনের উপর প্রভাব ফেলে। যদি আপনার দ্বারা একজন ব্যক্তিও ঈমান আনে এবং প্রভুর সত্যের দরজায় মাথা নত করে তাহলে আপনিও উদ্ধার হয়ে যাবেন। এর কারণ হল "আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির প্রতি বেশি প্রসন্ন হন যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে 'কুফর' (ইসলাম অবিশ্বাস) ও শিরক (প্রভুর সঙ্গে কোন পার্থিব ব্যক্তি বা বস্তুর তুলনা) থেকে বার করে সঠিক পথে নিয়ে আসে। ঠিক যেমন আপনার পুত্র বিরোধী হয়ে শত্রুর সঙ্গে মিলিত হয় এবং তার কথা শোনে, এবং যদি কোন সজ্জন ব্যক্তি তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আপনার আজ্ঞাকারী করে দেয় তাহলে আপনি যেমন প্রসন্ন হন, ঠিক তেমনি আল্লাহ্ও সেই ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হন। আল্লাহ্ সেই বান্দার প্রতি অধিক প্রসন্ন হন, যে ব্যক্তি কোন মানুষের কাছে ঈমান (প্রভুর প্রতি বিশ্বাস) পৌঁছে দেন।

'ইসলাম গ্রহণের পর'

ইসলাম গ্রহণের পর যখন আপনি আল্লাহর সৎ বান্দা হলেন তখন কর্তব্য হল প্রতিদিন পাঁচবার নামায পড়া সেইজন্য আপনাকে নামায শিখতে হবে এবং পড়তে হবে। এতে আত্মার শান্তি ও আল্লাহর প্রতি প্রেম বৃদ্ধি হয়। রমজান মাসে একমাস রোজা রাখতে হবে। যে ব্যক্তি কাবা ভ্রমণ করার সামর্থ রাখেন, তিনি যেন অবশ্যই হজ্জব্রত পালন করেন। সাবধান! আপনার মাথা যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে

নত না হয়। মদ, জুয়া, সুদ, শুয়োরের মাংস, ঘুষ আপনার পক্ষে নিষিদ্ধ। এগুলি থেকে আপনি নিজেকে বাঁচাবেন। আল্লাহ্ যে সকল বস্তুকে পবিত্র বলেছেন সেগুলিকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্ প্রেরিত পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার নিয়ম শিখতে হবে এবং সৎ ভাবে প্রার্থনা করতে হবে যে,' হে আমার প্রভু!' আমাকে আমার বন্ধুদেরকে, পরিবারের সদস্যদের ও আত্মীয় স্বজনদের এবং এই পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মানবজাতিকে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দিন। কেননা ঈমানই এই মানব সমাজের অন্তিম সাহারা। ঠিক যে ভাবে আল্লাহর এক পয়গম্বর ইব্রাহীম ঈমানের সঙ্গে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ্ আগুনকে ফুল বানিয়ে দিতে পারেন এবং সঠিক পথে চলবার সমস্ত বাধা দূর করে দিতে পারেন।

"যদি ইব্রাহিমের ঈমান উৎপন্ন হয় আজ
তবে আগুন তার স্বভাব হারিয়ে পাবে ফুলের সাজ"

সমাপ্ত

ইসলামী পুস্তক ও ইসলামিক বিষয়ে বিশদ ভাবে
জানার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
ExploreIslam Center - Kolkata
17B Karaya Road, Kolkata 700017
✆ 98 3631 5658 ✉ ExploreIslam101@gmail.com
www.ExploreIslam.in

Aap Ki Amanat – Bengali

(This booklet is for free distribution only)

For FREE Qur'an, or for any queries, please contact us



ExploreIslam Center - Kolkata

17B Karaya Road, Kolkata 700017

✆ 98 3631 5658 ✉ ExploreIslam101@gmail.com

www.ExploreIslam.in